MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

# বাংলাদেশের উন্নয়নের অসার গালগল্পের ভঙ্গুরদশা উন্মোচিত করে দিয়েছে করোনা

কমরেড খালেকুজ্জামান

[দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দেয়া বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এর সাক্ষাৎকার ভ্যানগার্ডে পুনর্মুদ্রণ করা হলো]

**যুগান্তর :** করোনাকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** করোনা দুর্যোগ পরিস্থিতি একযোগে সমবিপদ ভাবনায় সারা দুনিয়াকে অভিন্ন করেছে, অনেক লুকানো বিষয়বস্তুর সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে উন্নয়নের অসার গালগল্পকে পরিহাস করে স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল শাসন-প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভঙ্গুর দশাচিত্র হাজির করে শুধু দেশে নয়, দেশের সীমানার বাইরেও টেনে নিয়ে গিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে দর্শনীয় করে রেখেছে। শিব গড়ার দোহাই দিয়ে বানর তৈরির চেহারার কোন 'ভাব' খাড়া করে ভাব এবং মূর্তি একযোগে রক্ষা করা যাচ্ছে না।

**যুগান্তর :** করোনা মোকাবিলায় সরকার কতোটা সফল?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** সরকার প্রচারে জনগনের কানে যতো ব্যবস্থাপত্রের ও কর্মতৎপরতার বাণী পৌঁছাতে পেরেছে তার সাফল্য অনেক, কিন্তু জনগণের অভিজ্ঞতার সাথে তার হিসাব মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছে দিনকে দিন। সাফল্য জিনিসটা আপেক্ষিক, এটা ম্যাজিক দেখানো কিংবা বাহবা নেয়ার বিষয় নয়। যা আছে তাই নিয়ে সর্বোচ্চ সাধ্যে সকল শক্তি সামর্থকে জড়ো করে ফাঁক ফোকড় বন্ধ করে উদ্ভাবনী সৃজনী ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারে যতটুকু অর্জন করা যায় তাকেই সাফল্য হিসাবে দেখা ঠিক। আর প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যে দূরত্ব থেকে যাচ্ছে তা থেকে ব্যর্থতার উপাদানসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে জনগণের সামনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও আগামীর জন্য শিক্ষা
ও করণীয় কাজের প্রস্তুতি পরিকল্পনা নিয়ে জাতীয় মতামত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলেই কেবল পরবর্তী সাফল্যের দেখা মিলবে।

**যুগান্তর :** করোনা মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা বা সমন্বয়হীনতা আছে বলে মনে করেন কিনা? সফলভাবে মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** করোনা বা কোভিড-১৯ প্রথম আবির্ভূত হয় চীনের একটি প্রদেশে। এটি একটি চরম সংক্রামক রোগ যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল দুনিয়াব্যাপী এক দেশ থেকে আরেক দেশে; বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে। বাংলাদেশে এর প্রথম প্রকোপ দেখা যায় মার্চ মাসে। এই যে সময়টা বাংলাদেশ পেয়েছিল তাতে যে দায়িত্বশীল মনোযোগ ও যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হওয়া দরকার ছিল তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। করোনা বাংলাদেশের ভিতর থেকে উদ্ভূত কোন রোগ নয়, এটা বাইরে থেকে আসা সংক্রমণ ব্যাধি। এ ক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি প্রথম পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে আক্রান্ত দেশ ইতালি থেকে যে প্রবাসীরা দেশে ফিরে আসে তাদের ক্ষেত্রে। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ। সেটা ছাড়াও রোগ সংক্রমণের বিপদ মুক্ত থাকার প্রয়োজনে হজ ক্যাম্পে তাদের গুদামজাত না করে বা হোম কোয়ারেন্টাইনের নামে লাগামহীন ছেড়ে না দিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য যত্নের সাথে ভালো হোটেলে রাখা ও হাসপাতালে পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দিতে পারলে প্রাথমিক প্রতিরোধ কাজটা যথোপযুক্ত হতো। এইভাবে আসতে থাকা প্রবাসীদের পরীক্ষা ও সেবার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিদেশি শব্দ কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন ইত্যাদি বুলির বদলে জনগণের বোধগম্য ভাষায় করণীয় নির্দেশনা সঠিকভাবে দেয়া গেলে অনেক কাজ হতো। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের শুরুতেই উপযুক্ত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা ও তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার ছিল। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ছিল। তা যথাসময়ে যথোপযুক্তভাবে হয়নি। তার উপর ভেজাল সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণে ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাশ্রম দিতে রাজি কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে ট্রেনিং দিয়ে জনসচেতনতা তৈরি, নমুনা সংগ্রহ, উপসর্গ আছে এমন রোগীদের শনাক্ত করে আইসোলেশনে নেয়া ইত্যাদিসহ নানামুখী সহায়তা কাজে লাগানো যেত। তিন মাস অন্তত ঘরে থেকেই খাবার পাওয়া, আর করোনা উপসর্গ আছে বা নন করোনা রোগীর চিকিৎসা পাওয়ার নিশ্চয়তা মানুষ পায়নি। আর্থিক প্রণোদনার ঘোষণা মালিকদের যতটুকু আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট করেছে, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে তা অস্পষ্ট এবং অপ্রাপ্য থেকে গেছে। সরকারি ত্রাণ তৎপরতা ও ব্যাপক চুরি দুর্নীতিতে মানুষকে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে যা বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিতেও ভাষণে-কাগজে যত প্রচার পাচ্ছে আর হাতে মানুষ যা পাচ্ছে তাতে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৫ এপ্রিল ১০ টাকা কেজি দরে ওএমএস এ চাল বিক্রির ঘোষণা দিয়ে ৮ দিনের মাথায় ১৩ এপ্রিল বন্ধ করে দেয়া হলো। কারণ ৭ দিনে ১২৪ টনের বেশি চুরির চাল উদ্ধারের ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। সরকারি নানা সংস্থা, দফতর, বিভাগ ইত্যাদি আকাশের তারারমতো অসংখ্য। কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ হরহামেশাই উঠছে। কারণ দক্ষ, যোগ্য ও সৎ লোকদের দ্বারা নিয়মবিধিতে পরিচালিত কাজে স্বাভাবিকভাবেই সমন্বয় ঘটে। আর দায়হীন অযোগ্য লোকবলে পরিচালিত জনসেবা ও জনগুরুত্বের প্রকল্পের বদলে কর্তাদের প্রাপ্তিযোগের প্রকল্প আর বন্দনা গীত গেয়ে

প্রদর্শনবাদিতার ঝোঁকে ভরা কাজে প্রত্যেকটি কাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নয়-ছয় এর অভিন্নতা খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রকৃত কাজের সমন্বয় মেলে না। কারণ তখন দায়িত্বহীনতার দায় একে অপরের কাঁধে চাপানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।

**যুগান্তর :** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ দেশের সার্বিক দুর্নীতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? দুনীতি মোকাবিলায় কী করা প্রয়োজন?
**কমরেড খালেকুজ্জামান :** নীতিহীনতা দুর্নীতির উৎস। রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসন-প্রশাসন, আইন, বিচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সকল ক্ষেত্রে গণমুখী নীতি ও দায়বদ্ধতা-জবাবদিহিতার মাত্রা যতো বেশি থাকে, দুর্নীতির মাত্রাও তত কম হয়। রাজনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালিকা শক্তি। ফলে রাজনৈতিক দুর্নীতির গতি অপরাপর সকল দুর্নীতির গতি ও ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেয়, ছড়িয়ে দেয়। একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও সংগ্রামী চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপরীত মুখে রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্যের কথা বলে সাম্যের রাজনীতি-অর্থনীতির বদলে বৈষম্য সৃষ্টিকারী মুক্তবাজারি লুটপাটের পুঁজিবাদ; মানবিক মর্যাদার কথা বলে শ্রমজীবী দরিদ্র গরিষ্ঠ মানুষদের মানবেতর অমর্যাদার জীবনে ঠেলে দেয়া আর সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা বলে যতো বিত্ত-ক্ষমতা তত আইনের উর্ধ্বে থাকার ব্যবস্থা করারমতো নীতিহীন কাজ ৫০ বছর ধরেই চলছে। পাশাপাশি স্বাধীনতাত্তোর কালের অঙ্গীকার জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্রের কথা বলে জনগণকে ক্ষমতাহীন করার প্রক্রিয়া চলতে চলতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে গণতন্ত্র তো দূরের কথা ভোটতন্ত্রও রক্ষা করা যাচ্ছে না। পার্লামেন্ট থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিল পর্যন্ত প্রায় ৬৬ হাজার কথিত জনপ্রতিনিধি রাতের ভোটে, টাকার জোরে, বাহু বলে, ক্ষমতার দাপটে ও প্রশ্রয়ে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কারসাজিতে নির্বাচিত হয়ে যান। যাকাতের টাকা কিংবা কোরবানির মাংস পাওয়ার জন্য যেভাবে অভাবগ্রস্ত মানুষের জটলা হয়, তেমনি জটলা জমায়েতের মাধ্যমে ভোটারের সারি দাঁড় করিয়ে ভোট কার্য সমাপ্ত হয় দুই চারটি ব্যতিক্রম বাদে। এতে রাজনীতি জনসেবার নীতির বদলে আত্মসেবার দুর্নীতিগ্রস্ত পথে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের রাজনীতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে। যে কারণে দেখা যায় ১৯৫৪ সালে যেখানে পার্লামেন্টে ৪% ব্যবসায়ী ছিল, বর্তমানে সেখানে প্রত্যক্ষ ব্যবসায়ী ৭০% অতিক্রম করার পর্যায়ে। গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো এর সহযোগি হতে গিয়ে সেগুলোও গণতান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতন্ত্রের খুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। আমলাতন্ত্র কামলাতন্ত্রের রূপ লাভ করে আর হাতে কলমের কাজের বদলে কাগজে কলমে হিসাব মিলিয়ে উপরি পাওনা লাভের পারদর্শিতায় অনিয়মের নিয়মকে স্থায়ী করে দেয়। সৎ, যোগ্য লোকেরা এ পরিস্থিতিতে ছিটকে পড়া, কোণঠাসা হওয়া কিংবা দশচক্রে ভগবান ভূত বনে যেতে বাধ্য হন। এই অবস্থা ও ব্যবস্থায় ক্যান্সারের মতো সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি, দুঃশাসন ছড়িয়ে যায়। মাঝে মধ্যে বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে পুকুর ভরা মাছ থেকে দু চারটি মাছ বড়শিতে তুলে দুর্নীতিবাজ ধরার প্রদর্শনী হয়। ব্যাপক হৈ চৈ ও সাড়া পড়ে যায়। মূল-কাণ্ড অক্ষত রেখে ছাঁটাই করা ডালপালা আবার গজায়। স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি এরই অংশমাত্র, কোন ক্ষেত্রই মুক্ত নয়, কম বেশি যাই হোক্। দুর্নীতি মোকাবিলায় সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু সংস্কার, যা কিছু পরিবর্তন রূপান্তরের দরকার তা রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসন-প্রশাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সংস্কৃতি, আইন-বিচার সকল ক্ষেত্রে হাত দেয়ার বিকল্প নেই। এমন কী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তাগিদও যদি এসে হাজির হয় তাকে সামনে রেখে স্বীকৃতি দিয়ে এগুতে হবে।

**যুগান্তর :** এ মহামারি মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন কতটুকু? সরকার কেন জাতীয় ঐক্যে সাড়া দিচ্ছে না?
**কমরেড খালেকুজ্জামান :** এ মহামারি মোকাবিলায় জাতীয় সামর্থ্যের সবটুকু শক্তিকে জড়ো করে, সকল মহলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শুরু থেকে গণউদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। দলীয় বিবেচনা ও আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা এ ধরনের মহাদুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থ হতে বাধ্য। সকল দল, শ্রেণি পেশার সংগঠন ও ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ নিতে পারলে শাসক দল তাদের দলীয় দুর্নীতিতে লাগাম টানতে পারত এবং আমলাতান্ত্রিক ঘেরা টোপের বাইরেও বেরিয়ে এসে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অনেকটা সফলতা আনতে পারতো। কারণ সরকারি দল ও জোট তাদের দেউলিয়া শাসনে জনগণের সাড়া পাওয়ার সামর্থ্য অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

**যুগান্তর :** করোনাকালীন রাজনীতি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী, এ মহামারিতে রাজনৈতিক দলগুলো কেন অসহায় মানুষের পাশে সেভাবে দাঁড়াচ্ছে না। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নেই বলেই এমনটা হচ্ছে?
**কমরেড খালেকুজ্জামান :** করোনাকালীন রাজনীতি বলে রাজনীতি সংজ্ঞায়িত হতে পারে না। তবে এ সময়কালে রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহ তাদের কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিচালিত করবেন তা আলোচনায় আসতে পারে। শ্রেণিতে ভাগ করা সমাজে সব দল একইভাবে কাজ করতে পারে না। কথায় থাকে সকলের জন্য, বাস্তবে পক্ষে যা হয় লঘিষ্ঠের বা গরিষ্ঠের। এমনিতেই যে কোন দুর্যোগে ব্যাপক জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর মুষ্টিমেয় লুটেরাগোষ্ঠী ফুলে ফেঁপে ওঠে। এটাই শোষণের সমাজের ইতিহাস। রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের হাতে থাকে তাদের উপায় থাকে ব্যাপক পরিসরে সর্বোচ্চ ক্রিয়া করার। কিন্তু শ্রেণি দৃষ্টি ও চরিত্রের বাইরে যাবার তাদেরও উপায় নাই। যদিও দুর্যোগকালীন ব্যাপক হাহাকারের দায় এড়াতে যতটুকু তারা লোকদেখানো হলেও কর্মতৎপরতায় যান তাদের বেশির ভাগই দলীয় ও প্রশাসনিক দুর্নীতির থলের মাঝে ঢুকে যায়। জবাবদিহিতার জবাব যখন নানা ছলে, বলে, কানুনে স্তব্ধ থাকে তখন দুর্যোগকালে হঠাৎ জেগে ওঠা সহজ হয় না। তাছাড়া অন্য দল সম্পর্কে বলবো না, আমাদের দল বাসদ সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা শুরু থেকেই করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নানামুখী কার্যক্রম সাধ্যমতো চালিয়ে আসছি এবং জনগণ আমাদেরকে সহায়তাও করছে তা যে কেউ একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

**যুগান্তর :** করোনা পরবর্তী রাজনীতিতে পরিবর্তন আসবে কি না, সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?
**কমরেড খালেকুজ্জামান :** করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি অর্থাৎ একটা আপেক্ষিক করোনা মুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে দুনিয়ার চেহারা এবং বাংলাদেশের চেহারা কেমন দাঁড়াবে বা কেমন দেখাবে? এক্ষেত্রে অনেক বিশেষজ্ঞদের অনুমানমতে ৩টি সম্ভাবনা মোটা দাগে আঁকা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলা হয় যে করোনা পূর্ব পরিস্থিতি যেখানে যেমন ছিল তেমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার বা একই অবস্থা বজায় রেখে চলার উপায় থাকবে না। পুঁজিবাদের আগের অবস্থা হুবহু বহাল রেখে চলতে গেলে শাসনব্যবস্থা আরও অধিক স্বৈরতান্ত্রিক-ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী রূপ পরিগ্রহ করবে, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য অবিশ্বাস্য চিত্রে দেখা দেবে। সামাজিক অস্থিরতা, পরিবারে-সমাজে সংঘাত-সহিংসতা, নারী-শিশু নির্যাতনসহ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি, বর্ণবাদী, জাতিগোষ্ঠীগত, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি ও যুদ্ধোন্মাদনাসহ যুদ্ধ বিস্তারের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হতে থাকবে। দ্বিতীয়ত : যদি ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে তার চাপে পুঁজিতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ছোট বড় সংস্কারের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিকতার ছাপ ও অর্থনীতিতে কিছু কল্যানকামী পদক্ষেপ সম্প্রসারিত হতে পারে। আর তৃতীয়ত : দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রামের পথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বদলের রেডিক্যাল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও অনেক ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এখন নির্ভর করে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে কারা কোন পথে জনগণকে সাথে নিয়ে এগুতে পারবে তার উপরই মূলত বাংলাদেশের ভবিষ্যত গতিপথ নির্ধারিত হবে।

**যুগান্তর :** করোনার কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। এ পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** একই শ্রেণিগত ও নীতিগত অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু ঘুরতে থাকলে ঘুরে দাঁড়ানো বলতে যা বুঝায় তা হয় না। নাজুক অর্থনীতি মোকাবিলা করতে লুটেরা শ্রেণির সামনে লাজুক হয়ে থাকলে চলবে না। ব্যাংক ডাকাতির টাকা, শেয়ারবাজার লুটের টাকা, বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনা, অনুপার্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণসহ রাজনৈতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের রাজনীতি বন্ধ করা ছাড়া কঠিন আর্থিক পরিস্থিতি জনস্বার্থে মোকাবেলা করা যাবে না। জনগণের উপর দিয়ে কথিত উন্নয়নের স্টিম রোলার চালিয়ে ও চাপিয়ে দিয়ে তেলা মাথায় তেল ঢালা ছাড়া কিছুই হবে না।

**যুগান্তর :** করোনা রোগীরা হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে না, স্বাস্থ্যসেবার প্রতি মানুষের আস্থার অভাবেই কী এমনটা হচ্ছে? আস্থা ফিরিয়ে আনতে কী করা প্রয়োজন?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ধরে রাখার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না বলেই তা গেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সার্বজনীন না করে বাণিজ্যিকীকরণের পথ খোলা রেখে জনসেবার অর্থে উন্নতি কিংবা গণআস্থা কোনটাই অর্জন সম্ভব হবে না। মানুষ হাসপাতালে গিয়ে শুশ্রুষা কিংবা যথাযথ চিকিৎসা কোনটাই না পেয়ে আজরাইলের চেহারা দেখার চেয়ে ঘরে আপনজনের সেবা শুশ্রুষা পাওয়া এবং তাদের চেহারা সাহচর্য অনেক কাম্য মনে করাটা স্বাভাবিক হওয়াতে মানুষ হাসপাতালে যেতে চায় না। বেড খালি পড়ে থাকে।

**যুগান্তর :** দেশের স্বাস্থ্য খাতের এমন ভঙ্গুর অবস্থা কেন, কীভাবে এতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** সাধারণ কোন অসুখ বিসুখ হলেই যখন মন্ত্রী, এমপি, যে কোন স্তরের জনপ্রতিনিধি, আমলা, বিত্তবানরা বিদেশে ছুটে। তখন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি কীভাবে আশা করা যায়? এর প্রভাব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের উপরও পড়ে। গতবছর শুধু ভারতে বিশ লাখের উপর মানুষ চিকিৎসার জন্য গেছে। এবার করোনা শুধু বাংলাদেশে সীমিত থাকলে কত লাখ যে বাইরে যেত বলা মুশকিল। জনগণের অর্থে যাদের জীবন চলে এবং যারা জনপ্রতিনিধিত্ব দাবি করে তারা বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবে না এই বাধ্যবাধকতা বিধান করতে পারলে দ্রুত কিছুটা উন্নতি সাধন করতে পারে।

**যুগান্তর :** বাম দলগুলোর রাজনীতি থেকে সাধারণ মানুষ কি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? কেন আপনারা তাদেরকে আপনাদের রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন না?

**কমরেড খালেকুজ্জামান :** করোনা দুর্যোগে আমাদের দল বাসদসহ বামপন্থীদেরই মানুষ দেখেছে নিজেরা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে ও সেবা দিতে সার্বক্ষণিক মাঠে থেকেছে। জনসচেতনতা সৃষ্টি, স্যানিটাইজার তৈরি ও বিতরণ, জীবাণুনাশক স্প্রে করা, ত্রাণ-খাদ্য সরবরাহ করা, বিনামূল্যে মানবতার বাজার, অনলাইন শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিতদের জন্য অদম্য পাঠশালা, দুঃস্থ মানুষদের জন্য কমিউনিটি কিচেন খোলা, এম্বুলেন্স ও অক্সিজেন ব্যাংক তৈরি করে রোগীর সেবা দেয়া, লকডাউন এলাকায় খাদ্য, ওষুধ সরবরাহ করা ইত্যাদি কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বিষাক্ত আবহাওয়ায় যেমন মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি দুর্বৃত্তায়িত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির গ্রাস বিস্তৃত হয়ে গেলে বাম তথা আদর্শের রাজনীতিতে কঠিন সময় ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। যদিও অতীতে বাম রাজনীতির ছোট বড় কিছু ভুলের মাশুলও এর সাথে যুক্ত আছে। তবে করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া রাজনীতির শত বেষ্টনী কেটে বেরিয়ে আসতে সময় লাগলেও তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বামদের দিকেই জনগণকে তাকাতে ও ভরসা রাখতে হবে। আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সাংগঠনিক বলয়ে গ্রথিত বড় জনশক্তি নিয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পূর্ণতা পেতে বাধ্য। কারণ এটা সময়ের চাহিদা ও মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খার দাবি।